‘ক’ সেট
নমুনা উত্তর
এসএসসি-২০১৮
বিষয় ঃ খ্রিষ্ট ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)
বিষয় কোড ঃ ১১৪
(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)
সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।
- প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।
- উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।
- পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য ১/২ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ক)	১	• ভালো মন্দের বিচারবোধ এই কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• ভালো মন্দের বিচারবোধ এই কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
ভালোমন্দের বিচারবোধকে বিবেক বলে।

১নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (খ)	২	• মানব জাতির ইতিহাসে যীশুকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• মানব জাতির ইতিহাসে যীশুকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে।
	০	• মানব জাতির ইতিহাসে যীশুকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মানব জাতির ইতিহাসে যীশুকে মুক্তির প্রতীক বলা হয়েছে। পাপে পরিপূর্ণ জগৎ ও মানুষের জীবন দেখে মানুষের জন্য ঈশ্বর চিন্তিত হলেন। এদেন বাগানে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করার পর তিনি মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি একজন মুক্তি দাতাকে পাঠিয়ে মানুষকে মুক্ত করবেন। তিনি মানুষকে দিতে চাইলেন পরিপূর্ণ মুক্তি ও আনন্দময় জীবন। তাই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিষ্টকে এই পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি হলেন আমাদের মুক্তি দাতা বা পরিত্রাতা।

১নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (গ)	৩	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (মুক্তমানুষ হওয়ার জন্য মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা) চিহ্নিত করে উদ্দীপকের আলোকে ব্যখ্যা করতে পারলে।
	২	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (মুক্তমানুষ হওয়ার জন্য মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা) চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (মুক্তমানুষ হওয়ার জন্য মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা) চিহ্নিত করতে পারলে।
	০	• প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
সাগরের কার্যক্রমের মধ্যে মুক্ত মানুষ হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় তা হলো মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য করেছেন বিচিত্র সৃষ্টি। মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টি কে ভালোবাসলে ধীরে ধীরে স্বাধীনহয়ে ওঠে। কারণ মানুষকে ভালোবাসলে কখনো কারো অকল্যণ কামনা করতে পারেনা। মানুষ ও সৃষ্টিকে ভালোবাসলে সুন্দর ও কল্যাণ সাধন করে, মানুষ তখন নিজের অজান্তেই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হয়ে ওঠে। দায়িত্ব-বান এবং পরিপক্ক মানুষ হয়।
উদ্দীপকে আমরা দেখি সাগরের কার্যক্রমে এই দিকটি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় সাগর ছোট থেকেই নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে এবং পাশাপাশি বাড়িতেও সে যে কোন কাজে সহযোগিতা করে। এমনকি সমাজের নানা রকম কাজে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে। গরীব, অবহেলিত বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ায়। মানুষ এবং সৃষ্টির প্রতি তার যদি শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসা না থাকতো সে কখনও এমন কাজ করতে পারতো না। তাই বলা যায় সাগরের কাজের মধ্যে মানুষ সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতা লক্ষনীয়।

১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১ (ঘ)	৪	• মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করে (সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং সার্বিক মুক্তি যেমন নিরাময়তা, আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক) উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ প্রমাণ করতে পারলে।
	৩	• মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষন করে (সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং সার্বিক মুক্তি যেমন নিরাময়তা, আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক) উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করে (সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং সার্বিক মুক্তি যেমন নিরাময়তা, আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক) ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং সার্বিক মুক্তি যেমন নিরাময়তা, আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চিহ্নিত করতে পারলে।
	০	• সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না এবং সার্বিক মুক্তি যেমন নিরাময়তা, আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

সাগরের কাজের মাধ্যমে সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না। কারণ সঠিক মুক্তি লাভের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। আমরা জানি শুধু যীশুখ্রিষ্ট মানুষকে সব ধরনের দুদর্শা থেকে মুক্ত করতে পারে। সাগরের কাজের মধ্য দিয়ে সমাজের মানুষেরা শুধু মাত্র সামাজিক মুক্তি পাবে। কারণ সাগর তার গ্রামের ছেলেমেয়েদের সৎ জীবনের শিক্ষা এবং বাইবেল ভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে থাকে, গরীব অবহেলিত বঞ্চিতদের প্রতি কেউ অন্যায় করলে সে তাদের পক্ষ নেয় এবং প্রতিবাদ করে। সাগরের কাজের মধ্য দিয়ে তার গ্রামের মানুষেরা সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবেনা। কারণ সার্বিক মুক্তি লাভের মধ্য দিয়ে একজন খ্রিষ্টভক্ত ঈশ্বর কে লাভ করে। শুধু মাত্র সামাজিক মুক্তি লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

সার্বিক মুক্তি পেতে হলে শারীরিক আবেগিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে মুক্তি লাভ করতে হবে। যা শুধু যীশু খ্রিষ্টই আমাদের দিতে পারেন। তাই বলা যায় সাগরের কাজের মাধ্যমে তার গ্রামের লোকেরা সার্বিক মুক্তি লাভ করতে পারবেনা।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ক)	১	• সঠিক বানানে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• সঠিক বানানে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিল।

২নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (খ)	২	• নিজেকে জনার প্রথম ধাপ হলো আত্মসচেতনতা এই কথাটি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• নিজেকে জনার প্রথম ধাপ হলো আত্মসচেতনতা এই কথাটি উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• নিজেকে জনার প্রথম ধাপ হলো আত্মসচেতনতা এই কথাটি উল্লেখ করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

নিজেকে জানা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। পৃথিবীর সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষেরা আত্মজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় আমরা বিরূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করি সে বিষয়ে ধারণা থাকা নিজেকে জানার একটি অংশ। আত্ম সচেতনতা হলো নিজেকে জানার প্রথম ধাপ। নিজের আচার আচরণ, কথাবার্তা, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা, দোষগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হলে নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে।

২নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (গ)	৩	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত পল্লবের জীবনে ব্যক্তিসাতন্ত্র্যে "নিজস্ব গুণাবলি" বৈশিষ্টটি ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যখ্যা করতে পারলে।
	২	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত পল্লবের জীবনে ব্যক্তিসাতন্ত্র্যে "নিজস্ব গুণাবলি" বৈশিষ্টটি ফুটে উঠেছে তা উল্লেখ করে ব্যখ্যা করতে পারলে।
	১	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত পল্লবের জীবনে ব্যক্তিসাতন্ত্র্যে "নিজস্ব গুণাবলি" বৈশিষ্টটি ফুটে উঠেছে তা উল্লেখ করতে পারলে ।
	০	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত পল্লবের জীবনে ব্যক্তিসাতন্ত্র্যে "নিজস্ব গুণাবলি" বৈশিষ্টটি ফুটে উঠেছে তা উল্লেখ করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের যে মৌলিক পার্থক্য গুলো রয়েছে তার কারণে মানুষ হয়ে ওঠে একক ও অনন্য। মানুষ তার এই অনন্য বৈশিষ্টের কারণেই হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ। পল্লরের জীবনে ব্যক্তি সাতন্ত্র্যের "নিজস্ব গুনাবলি" বৈশিষ্টটি ফুটে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষ আলাদা আলাদা মানবিক গুণ, বুদ্ধি, প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী। কতগুলো সাধারণ প্রতিভা অনেকের মধ্যে থাকলেও প্রত্যেক মানুষের মানবিক গুণ আলাদা। পল্লব ও পৌল যমজ দুই ভাই হওয়াতে তাদের চেহারাগত মিল রয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের নিজ নিজ গুনাবলির কারণে তারা দুজনেই আলাদা ব্যক্তি। তাদের দুজনের গুণাবলি পৃথক। পল্লবের গুণের কারণে একজন বড় কণ্ঠশিল্পী হতে পেরেছে। পল্লব তার নিজের গুণাবলির কারণে অনন্য হয়ে উঠেছে। তার গুণাবলির মাধ্যমে সে বুদ্ধি প্রতিভা এবং দক্ষতার প্রকাশ করেছে।

২নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২ (ঘ)	৪	• উদ্দীপকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন চেহারা, আকৃতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গী ও পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই কথাটি উল্লেখ পূর্বক উদ্দীপকের আলোকে যুক্তিসহ প্রমাণ করতে পারলে।
	৩	• উদ্দীপকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন চেহারা, আকৃতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গী ও পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই কথাটি উল্লেখ পূর্বক উদ্দীপকের আলোকের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• উদ্দীপকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন চেহারা, আকৃতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গী ও পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই কথাটি উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• উদ্দীপকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন চেহারা, আকৃতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গী ও পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই কথাটি উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন চেহারা, আকৃতি, আচার- আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রকাশভঙ্গী ও পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় এই কথাটি উল্লেখ করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

২ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

মানুষ ঈশ্বরের একক ও অনন্য সৃষ্টি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই তা প্রামাণিত হয়েছে। মানুষের এই ভিন্নতা তার চেহারা , আকৃতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা, ধ্যান- ধারণা, গুণ, প্রতিভা, বুদ্ধিশক্তি, প্রাকাশভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির মধ্যে প্রাকাশ পায়। মানুষের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্যকে সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় রঙধনুর মাধ্যমে। রঙধনু তৈরি করতে গেলে অবশ্যই সাতটি রঙই প্রয়োজন। একটি রঙদিয়ে কখনো রঙধনু হয় না। আমাদের সমাজ প্রগতিশীল ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে যখন এই সমাজে নানা ধরণের মানুষ থাকবে। পৃথিবী এখন গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যে, বৈচিত্র্যের মাঝেই রয়েছে ঐক্য।

উদ্দীপকের দুই জমজ ভাই শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত দিক থেকে মিল থাকলেও তাদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও দক্ষতার কারণে তারা ভিন্ন। তারা একক ও অনন্য ব্যক্তি। তাদের এই বৈচিত্রের মাঝেই রয়েছে ঐক্য।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (ক)	১	• দায়িত্বশীল হওয়া কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	• দায়িত্বশীল হওয়া কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর(পূর্ণাংগ)
স্বাধীনতায় বেড়ে ওঠার অর্থ হলো দায়িত্বশীল হওয়া।
৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (খ)	২	• মানুষের কয়েকটি মহৎ গুণ আছে তার মধ্যে দুইটি হতে পারে আত্মত্যাগ,সংবেদনশীলতা/সাহস/সৃজনশীলতা। এই গুণ গুলোর বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারলে। • যে কোন দুটি মহাগুন ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• মহৎ গুণ গুলোর যে কোন দুইটি লিখতে পারলে।
	০	• মহৎ গুণ গুলোর যে কোন দুইটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর(পূর্ণাংগ)
মানুষের কয়েকটি মহৎ গুণ আছে তার মধ্যে দুইটি হতে পারে আত্মত্যাগ,সংবেদনশীলতা/সাহস/সৃজনশীলতা।এই গুণ গুলোর বিকাশ ঘটিয়ে আমরা আমাদের পরিবেশ দুষণ, বৈষম্য, দারিদ্রতা ইত্যাদি দিকগুলো জয় করতে পারি।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩ (গ)	৩	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ) চিহ্নিত করে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ) চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ) চিহ্নিত করতে পারলে।
	০	• উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ) চিহ্নিত করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর(পূর্ণাংগ)
উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি হল আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নিজের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ।

পরিপক্ক মানুষ হয়ার জন্য এই গূণাবলীগুলো একান্ত থাকা প্রয়োজন।মুল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আত্মিক জগতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। একজন পরিপক্ক মানুষের দ্বায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়।

বিনয়ের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তার মূল্যবোধ দেখতে পাই। প্রতিষ্ঠা লাভের পর গরীব দঃখীদের কখনোই অবহেলা করেনা। এর দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করার ইচ্ছা লক্ষণীয়। অসুস্থ মানুষকে সেবা দেওয়া তার পরিপক্ক মানুষের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩(ঘ)	৪	• ভাল ও মন্দ বিচার করে শেষ বিচারের দিনে কিভাবে মানবপুত্র বিচার করবেন সেই মতে উদ্দীপকের বিনয়ের ভাগ্যে কী হবে সে সিদ্ধান্ত দিতে পারলে।
	৩	• ভাল ও মন্দ বিচার করে শেষ বিচারের দিনে কিভাবে মানবপুত্র বিচার করবেন তা উল্লেখ করতে পারলে।
	২	• শেষ বিচার কেন ও কখন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• শেষ বিচার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	০	• শেষ বিচার কী তা ব্যাখ্যা করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৩ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর(পূর্ণাংগ)
শেষ বিচারের দিনে মানব পুত্র যখন আপন মহিমায় আসবেন তখন যারা ভাল তারা ডান দিকে এবং যারা পাপী তারা বাম দিকে অবস্থান করবে।
মানবপুত্র অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্ট মানুষকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিচার করবেন,যারা প্রতিবেশীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেনি, যারা প্রতিবেশীর যত্ন নেয়নি, তাদের বিপদে সাহায্য করেনি, খাদ্য দেয়নি, জল দেয়নি ইত্যাদি উদাহরণ দিয়েছেন।
ফলে পাপীরা বাম পার্শে অবস্থান করবে। আর ভাল যারা তারা ডান পার্শে অবস্থান করবে। এই বিচারে বিনয় যীশুখ্রিষ্টের ডান পার্শে অবস্থান করবে।যারা ডান পার্শে অবস্থান করবে তারা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার আহ্বান পাবে। আর যারা বাম পার্শে অবস্থান করবে তারা শ্বাশত আগুনে শাস্তির জন্য নিক্ষিপ্ত হবে।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ক)	১	• যেরুসালেম শব্দটি লিখতে পারলে।
	০	• যেরুসালেম শব্দটি লিখতে না পারলে।

৪ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
যীশু বার বছর বয়সে যেরুসালেম মন্দিরে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (খ)	২	• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারলে।
	১	• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতার উদাহরণ দিতে পারলে। / বাধ্যতা কী তা লিখতে পারলে।
	০	• শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতার প্রয়োজনীয়তা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্য থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গন ও শ্রেনিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নিয়মিত উপস্থিত থাকা, সকল কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতার প্রয়োজন।

৪নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (গ)	৩	• যীশু খ্রিষ্টের জীবনের আদর্শ শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দিতে পারলে।
	২	• যীশুর জীবন যাপন ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখতে পারলে।
	১	• যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে লিখতে পারলে।
	০	• যীশুর জীবন যাপন ও শিক্ষা সম্পর্কে লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
উদ্দীপকে নিপুনের বাবা-মা যীশু খ্রিষ্টের জীবনের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে নিপুনকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিপুনের বাবা মা বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশুর জীবনের আদর্শ;পিতা ঈশ্বরের সবসময় বাধ্য থেকেছিলেন।
নিপুনের পিতা মাতা নিপুনকে ভাল মানুষ গড়ার জন্য যীশুর কাজ ও শিক্ষাগুলো উপদেশের মাধ্যমে বলতেন। তাকে অহংকারী না হতে শিক্ষা দেন। কারণ একজন বাধ্যমানুষ কখনো অহংকারী হতে পারেনা। নিপুন যীশুর শিক্ষা ও বাবামার উপদেশ গ্রহণ করে। শুধুতাই নয় নিপুন বড়দের আদেশ উপদেশও মেনে চলে। তার শিক্ষা গ্রহণের প্রতিফলন দেখা যায় সে বড়দের সম্মান করে। মানুষের মত মানুষ হয়ে সে বাবা মায়ের আশা পূরণ করল।

৪নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ঘ)	৪	• "কে বড় " এই ধারণার পরিষ্কার ব্যাখ্যা ও প্রকৃত বড় হতে হলে কী করতে হবে। উদ্দীপকের সাথে যীশুর শিক্ষার মিল ও বাস্তব জীবনে তার ফলফল লিখতে পারলে।
	৩	• প্রকৃত বড়/নেতৃত্ব সম্পর্কে যীশুর শিক্ষার ব্যাখ্যা দিতে পারলে।
	২	• প্রকৃত বড় সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা লিখতে পারলে।
	১	• প্রকৃত বড়/নেতৃত্বের উদাহরণ লিখতে পারলে।
	০	• প্রকৃত বড় সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৪ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

শিষ্যদের মধ্যে তর্ক উঠল যে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড়। তখন যীশু এই উক্তিটি করেন।
যীশু তাদের এই ভুল ধারণাটি পরিষ্কার করার জন্য তিনি তিদের বললেন, "বিজাতীয়দের রাজারা" তাদের নিজেদের প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়; তাদের যত অধিপতিরা গণমঙ্গল বিধায়ক নামেই নিজেদের অভিহিত করায় তোমাদের কিন্তু ঐভাবে চলা উচিৎ নয়। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় তাকে বরং চলতেহবে কনিষ্ঠেরই মত; আর যে তোমাদের প্রধান তাকে চলতে হবে সেবকেরই মতো।
নিপুনের বড়দের আদশে উপদেশ মেনে চলা ও সম্মান করা এই শিক্ষারই প্রভাব। নিপুন যদি নিজেকে বড় বলে মনে কর, তবে সে অহংকারী হত। সে কাউকে পরোয়া করতো না। কিন্তু উদ্দীপকে দেখা যায় নিপুন বড়দের আদেশ উপদেশ মেনে চলে। অর্থাৎ নিপুন ছোট এবং সে কনিষ্ঠের মত তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলে। জীবনে বড় হবে কী-না এই আশায় নয় বরং সে একজন ভাল মানুষ হিসেবে নীজেকে গড়ে তুলতে পেরেছে।
প্রতিটি মানুষ নিপুনের মত ভাল হওয়ার চেষ্টা করলে সমাজে সেবা ও সত্যিকারের খ্রিষ্টীয় সমাজ গঠন করা ত্বরান্বিত হবে। নিপুন তার বাবা মার সদুপদেশ শুনেছিল যার ফলে সে যীশুর শিক্ষা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ফলে বড়দের আদেশ-উপদেশও সম্মান করে। এ থেকে বুঝা যায় উক্তিটি নিপুনের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪ (ক)	১	• ষষ্ট দিনে শব্দটি লিখতে পারলে।
	০	• ষষ্ট দিনে শব্দটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
ঈশ্বর মানুষকে ষষ্ট দিনে সৃষ্টি করেছেন।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (খ)	২	• ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতির্মূতিতে সৃষ্টি করে দায়িত্ব দিয়েছেন লিখতে পারলে।
	১	• ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতির্মূতিতে সৃষ্টি করেছেন লিখতে পারলে ।
	০	• ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতির্মূতিতে সৃষ্টি করেছেন লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
ঈশ্বর মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করার কারণে-তৃপ্ত হলেন।
ঈশ্বর দেখলেন সকল সৃষ্টির দেখাশুনা করার জন্য তাঁর সহকর্মী প্রয়োজন। অন্য সৃষ্টিগুলো তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ছিলনা। দেখাশুনা করার মত যোগ্যতারও ছিলনা। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তৃপ্ত হলেন।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (গ)	৩	• সাধু পলের ভালবাসা সম্পর্কে শিক্ষা। ভালবাসার মূল্যায়ন, বাস্তব জীবনে এর সুফল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• সাধু পলের ভালবাসা সম্পর্কে শিক্ষা ও বাস্তব জীবনে এর প্রভাব লিখতে পারলে।
	১	• সাধু পলের ভালবাসা সম্পর্কে শিক্ষা লিখতে পারলে।
	০	• সাধু পলের ভালবাসা সম্পর্কে শিক্ষা ও বাস্তব জীবনের প্রভাব লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)
উদ্দীপকে জয় ও মীরা স্বামী স্ত্রী তাদের মধ্যে সাধু পলের ভালবাসার শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।
তারা একে অপরকে অত্যন্ত ভালবাসে কারণ তারা সাধূপলের ভালবাসার শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত।
তারা দুজনই চাকরী করে। তারা একে অপরকে সবসময় কাছে পায়না। তারপরও তাদের মধ্যে সাধু পলের শিক্ষা ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহকোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করেনা। জয় ও মীরাও করেনা। উদ্ধতও হয়না, রুক্ষও হয় না, তারা স্বার্থপরও নয় বদমেজাজীও নয়। ইত্যাদি গুণাবলী প্রমাণ করে যে সাধু পলের শিক্ষা প্রতি ফলিত হয়েছে।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫ (ঘ)	৪	• বিবাহ সম্পর্কে ধারণা, বিবাহিত জীবনে সুস্থ সম্পর্ক ও এ সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকার গুরুত্ব উদ্দীপক ও পাঠ্য পুস্তকের আলোকে লিখতে পারলে।
	৩	• বিবাহ সম্পর্কে ধারনা সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখার ধারনা উদ্দীপক ও পাঠ্য পুস্তকের আলোকে লিখতে পারলে।
	২	• বিবাহ সম্পর্কে ধারনা ও সুস্থ সম্পর্ক রক্ষায় উভয়ের ভূমিকা লিখতে পারলে ।
	১	• বিবাহ ও সুস্থ সম্পর্ক সম্পর্কে লিখতে পারলে ।
	০	• বিবাহ সম্পর্কে ধারনা ও সুস্থ সম্পর্ক রক্ষায় উভয়ের ভূমিকা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৫ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তর (পূর্ণাঙ্গ)

বিবাহিত জীবনের মধ্যদিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার সম্পর্ককে বোঝায়।
ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পর বলেছেন মানুষের একা একা থাকা ভালনয়। আর তাই তার মত আর একজনকে সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
জয় ও মীরা স্বামী-স্ত্রী তাদের সুখী সংসার সম্ভব হয়েছে তারা একে অপরকে ভালবাসে। ভালবাসার মধ্যদিয়ে তারা সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সুস্থ সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে তাদের দুজনেরই ভুমিকা অপরিহার্য।
জয় একজন বড় কর্মকর্তা। অপরদিকে মীরাও স্কুলের শিক্ষিকা। তারা দুজনই খুব ব্যস্ত মানুষ। ব্যস্ত মানেই যান্ত্রিক,এমন পরিস্থিতিতে সুসম্পর্ক রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা ঐশ্বরীক কৃপায় একে অপরের প্রতি নমনীয় ও শ্রদ্ধাশীল। তাদের বাড়ীর কাজে কোন অবহেলা নেই। এই একটি মাত্র বাক্য দ্বারা বুঝা যায় তারা একে অপর কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। তাই তাদের সুস্থ সম্পর্ক রক্ষায় দুজনের ভুমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ক)	১	• অনুতাপ ও পুর্নমিলন কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• অনুতাপ ও পুর্নমিলন কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)
অনুতাপ ও পুর্নমিলন সংস্কারের মধ্য দিয়ে আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করি।
৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (খ)	২	• মানুষকে উদ্ধারের জন্য ত্রাণকর্তা পাঠাবেন।
	১	• ঈশ্বর তার পুত্র যীশুকে ত্রাণকর্তা রুপে পাঠালেন।
	০	• যীশু ত্রাণকর্তা কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)
মহান ঈশ্বর পাপী ও দুর্বল মানুষকে কখনো দূরে ঠেলে দেন না। পাপী ও দুর্বল মানুষকে উদ্ধার করতে করুনাময় ও প্রেমময় ঈশ্বর নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন। তাই আদম হবা যখন পাপ করে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে নিলেন এবং লুকিয়ে রইলেন,তখন ঈশ্বর নিজেই তাদের খুঁজলেন এবং পৃথিবীতে তাদের জীবন ও বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের জন্য একজন ত্রাণকর্তা পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠালেন প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা রুপে।
৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (গ)	৩	• দয়ালু শমরীয় সঙ্গে শেখরের ভাইয়ের সাদৃশ্য চিহ্নিতপূর্বক উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• শেখরের ভাই অসুস্থ যাকবকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাল। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন করেছিল।
	১	• প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ভালবাসা।
	০	• প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ভালবাসা কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)
শেখরের ভাইয়ের সহযোগীতা পাঠ্যপুস্তকের যে ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলঃ
দয়ালু শমরীয়ের সঙ্গে শেখরের ভাইয়ের তুলনা করা যেতে পারে। একটি লোক ডাকাত দ্বারা আহত হয়ে রাস্তার পার্শ্বে পড়েছিলেন। সেই পথেই একজন যাজক ও লেবীয় যাচ্ছিলেন,তারা আহত লোকটিকে দেখে সেবা না করে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। পরে সেই পথেই একজন শমরীয় লোক এসেছিলেন এবং আহত লোাকটি দেখতে পেয়ে পাশে গিয়ে তার নিজ রুমাল দিয়ে ক্ষত বেঁধে দিলেন। তার নিজ পশুর উপরে বসিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তার সমস্ত অর্থ ব্যয় করে আহত লোকটিকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠালেন। এখানে শেখরের ভাই অসুস্থ যাকোবকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করালো। প্রতিবেশীর প্রতি সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬ (ঘ)	৪	• শেখর যীশুর ২টি আজ্ঞার মধ্যে দ্বিতীয় আজ্ঞা,তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা অমান্য করে পাপ করেছে। বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করতে পারলে।
	৩	• শেখর ধার্মিক ব্যক্তি কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা বা সেবা প্রদান করেনি।
	২	• শেখর প্রতিবেশী যাকোবের খোঁজ-খবর নেননি অর্থাৎ দায়িত্বে অবহেলা করেছেন।
	১	• প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে হবে।/প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে হবে। কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৬ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দিপকে শেখর যীশুর আজ্ঞা অনুসারে পাপ করেছেন তা নিম্নে দেয়া হলঃ

যীশু জগতে থাকা কালীন সময়ে ২টি আজ্ঞা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি ছিল "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসবে।" উদ্দীপকে শেখর প্রতিদিন গীর্জায় যায়। সে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে না। শেখরের প্রতিবেশী যাকোব খুব অসুস্থ হলো এবং শেখর তাকে দেখতেও গেল না এবং তাকে হাসপাতালেও নিয়ে গেল না । এতে যীশুর আজ্ঞানুসারে শেখর পাপ করেছে। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন না করাই পাপ। ভালোবাসা,সেবা বা যত্ন না নেয়া পাপ। শেখর গীর্জায় যায়,ধর্মীয় জীবন যাপন করে কিন্তু প্রতিবেশী যাকোবের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন না করাই যীশুর আজ্ঞানুসারে শেখর পাপ করেছে।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ক)	১	• বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর নেই কথাটি লিখতে পারলে।
	০	• বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর নেই কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

যীশু বন্ধুত্বের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যে," বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা মানুষের আর নেই"।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (খ)	২	• অন্যায্যতা,দুর্নীতি,সন্ত্রাস,অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদক দুর করার জন্য সহিংস বিপ্লবের কুফল প্রাণ হাণী। সহিংস বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করলে।
	১	• সম্পদ ধ্বংস, প্রাণ হাণী। সহিংস বিপ্লবের সংজ্ঞায়িত করতে পারলে।
	০	• সম্পদ ধব্বংস,প্রাণ হাণী কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

সমাজ পরিবর্তনে সহিংস বিপ্লবের কুফল নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলঃসমাজ থেকে অন্যায্যতা,দুর্নীতি, সন্ত্রাস,অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদক দুর করার জন্য,ধনীদের অত্যাচার থেকে দরিদ্রদের রক্ষার জন্য, ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য,শ্রমীকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সহিংস বিপ্লব হয়। এসব বিপ্লবে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী। এতে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। কতো সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার পরিমাপ করা যায় না। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি পূরণ সম্ভব হয় না। আমরা জানি, সহিংস বিপ্লব দিয়ে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (গ)	৩	• নাবোত এর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সাথে মোহনের মিল রয়েছে তা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	• আহাব রাজা অন্যায় ভাবে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র গ্রহণ ঘটনার বর্ণনা করতে পারলে।
	১	• হিংসা, নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যায় ভাবে গ্রহণ ।/নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে দখলের ঘটনা উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• হিংসা, নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অন্যায় ভাবে গ্রহণ লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

পাঠ্যপুস্তকের নাবোতের আঙ্গুর ক্ষেতের সাথে মোহনের মিল রয়েছে। নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল-

শমরীয়ার রাজা আহাবের রাজবাটীর পাশে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। রাজা আহাব সবজী বাগান করার জন্য নাবাতের নিকট তার দ্রাক্ষাক্ষেত্র চেয়েছিল। কিন্তু নাবোত তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে রাজা আহাবের স্ত্রী রাণী ঈষেবল হিংসাবশত নাবোতকে হত্যা করে তার দ্রাক্ষক্ষেত্র অধিকার করে নেয়। মোহনের জমি গ্রাম্য মোড়লের খুব লোভ হলে মোহনকে ডেকে কৌশলে টিপ সহি নিয়ে জমি দখল করে নিল। এগুলো সবই সামাজিক অন্যায্যতা।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭ (ঘ)	৪	• প্রাচীন কালের সমাজের অন্যায্যতার প্রতীক নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
	৩	• অপরাধ, অসামাজিকতা, অন্যায্যতা, হিংসা বশত
	২	• অপরাধ, অসামাজিকতা, অন্যায্যতা, হিংসা বশত সমাজের অন্যায্যতার প্রতীক।
	১	• অপরাধ, অসামাজিকতা, অন্যায্যতা, হিংসা বশত সমাজের অন্যায্যতার প্রতীক /অন্যায্যতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করলে।
	০	• অপরাধ, অসামাজিকতা, অন্যায্যতা, হিংসা বশত সমাজের অন্যায্যতার প্রতীক লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৭ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

উদ্দীপকে মোহনের ঘটনা প্রাচীন কালের সমাজের অন্যায্যতার প্রতীক- নিচে বিশ্লেষণ করা হলো-

মোহনের ঘটনা বা নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ঘটনা থেকে আমরা সামাজিক অন্যায্যতা সর্ম্পকে ধারনা লাভ করি। এই সমস্ত অনাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখন কঠিন কঠিন নিয়ম জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। তার মধ্যে একটি নিয়ম ছিল কেউ একজনের ক্ষতি করলে তার সেই শত্রু সমপরিমাণ ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেওয়া হতো। উদাহরণ স্বরূপ- কেউ ঝগড়া করে একজনের একটা দাঁত ভেঙ্গে ফেললে, বিচারে সেও তার শত্রুর একটা দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারতো। এই নিয়ম তখন করা হয়েছিল এজন্য যে, নিজের সম-পরিমাণ ক্ষতি করা হবে, এই ভয়ে যেন মানুষ অন্যের ক্ষতি না করে। এই নিয়ম থাকা সত্বেও অপরাধ , অসামাজিকতা, অন্যায্যতা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি। এজন্যই উদ্দীপকের মোহনের ঘটনাকে প্রাচীন কলে অন্যায্যতার প্রতীক বলা হয়েছে।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ক)	১	• চরম কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যীশু মানুষকে পরিত্রান দিলেন।
	০	• চরম কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যীশু মানুষকে পরিত্রান দিলেন লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

চরম কষ্টকর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যীশু মানুষকে পরিত্রান দিলেন।

৮ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮(খ)	২	• দুঃখ শোখে কাতর যারা তারা পাবে সান্ত্বনা।/দুঃখ ও সুখ জীবনের অংশ তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• কষ্ট ভোগী মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলন।/দুঃখ ও সুখ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
	০	• দুঃখ শোখে কাতর যারা তারা পাবে সান্ত্বনা/দুঃখ ও সুখ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

"তাদের চোখ থেকে মুছিয়ে দেবেন সমস্ত অশ্রু জল"- উক্তিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো। -

যীশু দুঃখ কষ্ট বা মৃত্যু- এর কোনটাই দূরে সরিয়ে দেন না কিন্তু সেগুলোর সামনে সৎ সাহসের সাথে দাঁড়াবার এবং মোকাবেলার করার শক্তি আমাদের দান করেন। যীশু বলেন "দুঃখ শোখে কাতর যারা, ধন্য তারা- তারাই পাবে সান্তনা।" শোকে কাতর মানুষের চোখের জল তিনি দূর করে দেন না, কিন্তু জীবনের চলার পথে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেন। এই কষ্টভুগি মানুষের সাথে ইশ্বরের মিলনের একটি আনন্দময় চিহ্ন, তিনি তাদের চোখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রু জল । দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ আমাদের জন্যে হয়ে হয়ে উঠতে পারে একটি আর্শিবাদ । কেননা তা ঈশ্বরের রাজ্যে আরো মহৎ গৌরব ও আনন্দের জন্যে আমাদেরকে প্রস্তুত করে।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (গ)	৩	• যোব (ইয়োগ) স্ত্রীর উক্তি উল্লেখ করে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারলে।
	২	• কষ্টভোগ মানব জীবনের একটি অভিশাব ও কলঙ্ক।/ইয়োগ এর স্ত্রীর ঘটনা উল্লেখ করতে পারলে।
	১	• দুষ্ট লোক মনে করে ঈশ্বর নেই।/ যোব (ইয়োগ) এর স্ত্রীর মতো উক্তি লিখতে পারলে।
	০	• যোব (ইয়োগ) স্ত্রীর উক্তি, কষ্টভোগ মানব জীবনের একটি অভিশাব ও কলঙ্ক লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৮ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

শামসনের স্ত্রী যোব (ইয়োব) স্ত্রী মতো উক্তি করেছেন। নিচে বর্ণনা করা হলো-

পবিত্র বইবেলে পুরাতন নিয়মে কষ্ট ভোগকে খুবই নেতিবাচক হিসাবে দেখা হয়েছে। সেখানে কষ্ট ভোগেকে মানব জীবনের একটি অভিশাপ ও কলঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। এমন কি, কষ্ট ভোগকে কারো জীবনে পাপের শাস্তি হিসাবে দেখা হতো। পুরাতন নিয়মে যদিও কষ্ট ভোগী মানুষের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, তবুও কষ্টভোগকে একটি মন্দতা হিসাবেই দেখা হতো । দুষ্ট লোক জগতের মন্দের কবলে পড়ে বলতঃ ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই। আবার কিছু কিছু দুষ্ট লোক এ ও মনে করত যে, এসব কষ্ট যন্ত্রনার কারন স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও অজানা। একারণেই শামসনের স্ত্রী উক্ত উক্তিটি বলেছিল।

৮নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮ (ঘ)	৪	• কষ্টভোগ মানব জীবনের একটি অভিশাপ ও কলঙ্ক উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখা প্রদান করতে পারলে।
	৩	• কষ্টের সময় নিকট আত্মীয়রা সংঙ্গ ত্যাগ করে এবং ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয় উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ করতে পারলে।
	২	• দুষ্ট লোকরা বিপদে পড়লে মনে করে ঈশ্বর নেই/কমী যন্ত্রণা পাপের শাস্তি তা পুরাতন নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• কষ্ট যন্ত্রনার কারন ঈশ্বর স্বয়ং জানেন না।/কমী যন্ত্রণা ভোগ পাপের শাস্তি তা উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• কষ্টভোগ একটি অভিশাব ও কলঙ্ক, কষ্টের সময় নিকট আত্মীয়রা ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয় না লিখলে ।

৮ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিতে শামসনে কষ্টের ধরণ নিচে মূল্যায়ন করা হলো-

পবিত্র বইবেলে পুরাতন নিয়মে কষ্ট ভোগকে খুবই নেতিবাচক হিসাবে দেখা হয়েছে। সেখানে কষ্ট ভোগেকে মানব জীবনের একটি অভিশাপ ও কলঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করা হতো। এমন কি, কষ্ট ভোগকে কারো জীবনে পাপের শাস্তি হিসাবে দেখা হতো। পুরাতন নিয়মে যদিও কষ্ট ভোগী মানুষের প্রতি যথেষ্ট সমবেদনা সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, তবুও কষ্টভোগকে একটি মন্দতা হিসাবেই দেখা হতো । দুষ্ট লোক জগতের মন্দের কবলে পড়ে বলতঃ ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই। আবার কিছু কিছু দুষ্ট লোক এ ও মনে করত যে, এসব কষ্ট যন্ত্রনার কারন স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও অজানা। একারণেই শামসনের স্ত্রী উক্ত উক্তিটি বলেছিল। যোগ (ইয়োব) এর স্ত্রী ইয়োবকে পরামর্শ দিয়েছিল কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরকে ত্যাগ করতে এবং তার বন্ধুরাও একই পরামর্শ দিয়েছিল।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ক)	১	• উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান কথাটি লিখতে পারলে।/গ্রহণ যোগ্য অন্যকোন উত্তর লিখতে পারলে।
	০	• উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান কথাটি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৯ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

ঈশ্বর, প্রত্যেক মানুষকে তার উত্তমতা ও সৌন্দর্য দান করেছেন ।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(খ)	২	• যীশু একমাত্র সত্য, পথ ও জীবন। যীশুর জীবন আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• যীশুর শেখানো মূল্যাবোধ পরিপূর্ণ জীবন।/যীশুর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• যীশু একমাত্র সত্য, পথ ও জীবন, যীশুর শেখানো মূল্যাবোধ পরিপূর্ণ জীবন লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৯ নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

আমি পথ, আমি সত্য, আমিই জীবন" উক্তিটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো - পবিত্র মঙ্গল সমাচায়ের মূল্যবোধ সমূহই হলো প্রত্যেক খ্রিষ্ট ভক্তের মূল্যবোধের উৎস ও আর্দশ । যীশু নিজেই এই মূল্যবোধগুলো তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছেন এবং তাদের আদেশ দিয়েছেন অন্য দের তা শিক্ষা দিতে । খ্রিষ্টভক্তকে বিশ্বস্থ ভাবে যীশুর বানী পাঠ ও অনুধ্যান করে যীশুর শেখানো মূল্য বোধগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে জীবন যাপন একান্ত প্রয়োজন । আমরা যেন যীশুর শেখানো মূল্য বোধগুলো আমাদের নিজের করে নেই এবং সেগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন যাপন করি এ বিষয়ে যীশু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । যীশুর শেখানো মূল্যবোধগুলোই হলো আমাদের জন্য একমাত্র সত্য পথ ও পূর্ণ মুক্তির পথ । তাই যীশু বলেন, আমিই পথ, আমিই সত্য আমিই জীবন।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(গ)	৩	• সাইমনের মূল্যবোধ সমূহ ভ্রান্ত, অমার্জিত হিসেবে চিহ্নিত করে উদ্দীপকের আলোকে প্রকাশ করতে পারলে।
	২	• দলীয় কাজে অনিহা, সমাজের নিয়ম কানুন রীতি নীতিতে বিরোক্তিবোধ ।/ভ্রান্ত ও অমার্জিত মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• সে একাকী থাকতে পছন্দ করে।/সাইমনের মূল্যবোধ ভ্রান্ত ও অমার্জিত তা উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• সাইমনের মূল্যবোধ সমূহ ভ্রান্ত অমার্জিত, দলীয় কাজে অনিহা, সমাজের নিয়ম কানুন রীতি নীতিতে বিরোক্তিবোধ / ভ্রান্ত ও অমার্জিত মূল্যবোধ উল্লেখ করতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৯ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

সাইমনের যে মুল্যবোধ লক্ষ্যনীয় তা নিচে দেয়া হলো - সাইমনকে যদিও শিক্ষিত যুবক বলা হয়েছে । আসলে যে মূর্খ । যে ব্যক্তির মুল্যবোধ - সঠিক ও উন্নত নয় তার কাছ থেকে সুন্দর বিবেক আশা করা যায় না । যার বিবেক সঠিক নয় , তার মূল্যবোধসমুহও ভ্রান্ত ও অমার্জিত । উদাহরণ হিসেবে সাইমণ কারো সাথে মিলে মিশে চলতে পারে না সমাজের নিয়ম কানুন রীতি নীতিতে যে বিরক্তিবোধ করে এবং দলীয় কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং দলীয় কোন কাজে অংশ গ্রহন করে না । তার কাছ থেকে সৌজন্যবোধ নম্রতা সুন্দর আচরণ খুব বেশী আশা করা যায় না ।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯(ঘ)	৩	• সাইমনের সারা জীবনের জ্ঞান ও ধ্যান ধারনা উদ্দীপকের আলোকে চিহ্নিত করতে পারলে।
	২	• মানুষ ও সমাজের সাথে সর্ম্পক যুক্ত পরিপক্কতায় জ্ঞান ও ধানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু সমাজেই ।/জ্ঞান ও ধ্যান উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• সাইমনের সারা জীবনের জ্ঞান ও ধ্যান ধারনা, মানুষ ও সমাজের সাথে সর্ম্পক যুক্ত, মানুষের জন্ম জীবন মৃত্যু সমাজেই লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

৯ নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

পরিপক্কতায় বৃদ্ধিলাভ করতে সাইমনের যা যা করা প্রয়োজন তা নিচে দেয়া হলো - পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠার জন্য দুইটি বিষয় অতিগুরত্বপূর্ণ ঃ-
(১) পরিপক্ক বিবেকবান মানুষরুপে বেড়ে ওঠা ঃ পরিপক্ক বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা হলো সারা জীবনের কাজ । এটা প্রতিটা মানুষের সারা জীবনের ধ্যান ও সাধনা । জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই সাধনা চলে । ব্যক্তিগত ও দলীয় চিন্তা ধ্যান

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(ক)	১	• ৫১ সামসংগীত অনুতাপের আদর্শ প্রার্থনা।
	০	• ৫১ সামসংগীত অনুতাপের আদর্শ প্রার্থনা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১০ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

৫১ সামসংগীত অনুতাপের আদর্শ প্রার্থনা।

১০ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(খ)	২	• শুধু ইহুদী জাতির জন্যে নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য তা উক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• এই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে, শুধু ইহুদী জাতির জন্যে নয় যীশু সার্বজনীন
	০	• এই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে, শুধু ইহুদী জাতির জন্যে নয় লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১০নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

"পিতর ওঠ, ওদের মেরে ফেল, আর খাও" - এই অদ্ভুত দর্শনের মধ্যে দিয়ে পিতরের কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হলো ।
এই অদ্ভুত দর্শনের মধ্যে দিয়ে পিতরের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, যীশু শুধু ইহুদী জাতীর জন্যে নয়, বরং ইহুদীরা যাদেরকে অশুচী মনে করে, সেই বিজাতি ও পৌত্তলিকদের জন্যেও যীশু এসেছেন। কেননা তিনি সকল জাতির এবং সকল মানুষের মুক্তিদাতা। শুধুমাত্র ইহুদীর জন্যে নন। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে এসেছেন।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(গ)	৩	• প্রশংসা মূলক প্রার্থনা উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকের সলোমনের প্রার্থনার সাথে সাদৃশ্য দেখাতে পারলে।
	২	• প্রশংসামূলক প্রার্থনার ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারলে।
	১	• প্রশংসা মূলক প্রার্থনা/উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• প্রশংসা মূলক প্রার্থনা, প্রার্থনা আত্মিক খাদ্য ও জীবনের চালিক শক্তি লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১০ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

সলোমনের প্রার্থনা প্রশংসা মূলক প্রার্থনা। সলোমন সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকলেও কখনই প্রার্থনা করতে ভূলে যান না। সে যখনই সুযোগ পায় যীশুর শেখানো প্রার্থনাটি করে। প্রভূর প্রার্থনার প্রথম অংশে যীশু নিজে পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছেন। পিতার অপূর্ব প্রেমের জন্য তাঁর মাহাত্ন ঘোষনা করেছেন। সোলমন প্রার্থনাকে আত্মিক খাদ্য এবং জীবনের চালিকা শক্তি রূপেই মনে করেন।

১০ প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০(ঘ)	৪	• বিশ্বাস যুক্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে তা সালোমনের ধারণার মাধ্যমে যুক্তি প্রদান করতে পারলে।
	৩	• প্রার্থনা আত্মিক খাদ্য ও চালিকা শক্তি /সালোমনের প্রার্থনা কীভাবে বিশ্বাসযুক্ত উল্লেখ করতে পারলে।
	২	• প্রার্থনা জীবনকে সুন্দর পবিত্র এবং ঈশ্বর ও মানুষের কাছে নিয়ে যায়।/বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• প্রার্থনা ছাড়া জীবন মৃত।/বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের সান্নিধ্যতা দেয় উল্লেখ করতে পারলে।
	০	• বিশ্বাস যুক্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১০নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

(ঘ) হ্যাঁ, উদ্দীপকে প্রার্থনা সম্পর্কে সলোমনের ধারণা যুক্তিযুক্ত।
ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত খাদ্য যিনি আমাদের দেহ, মন ও আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। প্রার্থনার জীবন ছাড়া কোনো মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রার্থনা হলো জীবনের চালিকা শক্তি। বিশ্বাশ পূর্ণ প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। কাজেই প্রার্থনা বিহীন জীবন বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন জীবন মৃত, নিষ্প্রাণ। যে সব মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাকে ডাকে না, তার কাছে প্রার্থনা করে না, তারা অনেক সময় অসুখী, তারা হতাশা-নিরাশায় ভোগে। অনেক সময় তারা অনৈতিক ও অসুন্দর জীবন-যাপন করে নিজেকে কলুষিত করে। অন্যদিকে প্রার্থনা মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, জীবনকে পবিত্র করে। প্রার্থনাশীল জীবন মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, একেক জনকে সাধু-সাধবীর ন্যায় হতে সাহায্য করে

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(ক)	১	• সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু।
	০	• সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু।

১১ নং প্রশ্নের (খ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(খ)	২	• যার যা পাওনা তাকে তা দান করা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	• যার যা পাওনা তা তাকে দিয়ে দেয়া লিখতে পারলে।
	০	• যার যা পাওনা তাকে তা দান করা, ন্যায্যতার মাধ্যমে শান্তি আসে লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)
যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষন করে। তাই ন্যায্যতার মধ্যে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১(গ)	৩	• প্রভু যীশু শিক্ষা উল্লেখপূর্বক উদ্দীপকের আলোকে ব্যাক্যা করতে পারলে।
	২	• উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যীশুর শিক্ষার উদাহরণ লিখতে পারলে ।
	১	• যীশুর শিক্ষা লিখতে পারলে।
	০	• যীশুর শিক্ষা লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১ নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)
শান্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়- কারণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন শান্তি রাজ, তিনি জগতে মানুষের মাঝে শান্তি দিতে এসেছেন। শান্তি সবাই চায় । সামজের সর্বস্থলের মানুষ শান্তি চায়। আমরাও সকলেই শান্তিতেই জীবন যাপন করতে চাই একটু শান্তি পাবার জন্য মানুষ কত কি না করে। সমাজ ও দেশের কিছু সংখ্যক মানুষের উপর কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। যেমন- শিক্ষা কাজে নিয়োজিত শিক্ষক, দেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহীনি ও পুলিশ, বেবরকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা । তারা সকলেই শান্তির জন্য কাজ করে থাকেন। পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা শান্তির জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যেমন- মাদার তেরেসা। বিশ্ব শান্তির মূল ভাব হিসাবে "সহিংসতা নয়" শান্তি চাই। শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে সহিংসতার প্রতিরোধের জন্য বিশ্ববাসির কাছে আবেদন করেছিলেন পোপ দ্বিতীয় জন পল । শান্তি প্রতিষ্ঠায় মূলত নির্ভর করে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক ও আধ্যত্মিক মূল্যবোধ ।

১১ প্রশ্নের (ঘ) অংশের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১ (ঘ)	৪	● উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে যে কোন দুটি উদ্যোগের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
	৩	● উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে যে কোন দুটি উদ্যোগের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	২	● যে কোন দুটি উদ্যোগ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	● যে কোন দুটি সঠিক উদ্যোগ উল্লেখ করতে পারলে।
	০	● সহিংসতা হলো ভালোবাসার মৃত্যু, যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হলো ন্যায্যতা, শান্তির জন্য সকলকেই এক হয়ে কাজ করতে হবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন শান্তির রাজ লিখতে না পারলে অথবা অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে।

১১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা (পূর্ণাঙ্গ)

Comfort' সংগঠনটি যে যে উদ্যেগ গ্রহণ করলে বিপদে যাওয়া যুবকদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে তা নিচে আলোচনা করা হলো। - উদ্যেগ গুলো হলো দূর্নীতি দমনে একত্রিত হওয়া, মাদক সেবন দূরীকরণ, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, সময়ানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস, ন্যায্যতা, বন্ধুত্ব্য। এ বিষয় গুলো অনুশীলন ও চর্চার মধ্যে দিয়ে যুবকরা সৎ পথে ফিরে আসবে। আজকের যুবকরা হবে ভবিষ্যত কর্ণধার তাই সচেতনা মূলক সমাবেশ সভা সেমিনার করে দূর্নীতি দমনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যুবকরা ব্যক্তিগত ভাবে মাদক বা অন্যান্য নেশা জাতিয় দ্রব্যকে 'না' বলতে এবং অন্যকেও তা সেবনে নিরুৎসাহিত করতে পারে। ইতিবাচক মনোভাব প্রত্যেক শিক্ষার্থীর থাকা দরকার। শিক্ষার্থীরা যাতে অসম্ভবকে সম্ভব করেত, অজানাকে জানার কৌতহল সৃষ্টি করতে এবং নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারে।

আত্মবিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে নিজেকে ও নিজের সামর্থকে বিশ্বাস করা। মানব চরিত্র সমৃদ্ধ করণে এর অবদান অতুলনীয় । যার যা পাওনা তাকে তা দান করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে । ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি ফিরে আসবে। আর বন্ধুত্ব আমাদের একতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে যা শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ।